www.banglainternet.com

SUNANU IBN MAZAH

: BANGLA :

ABU ABDULLAH MUHAMMAD
IBN YAZID IBN MAZAH AL-QAZBINY (RH)

PART : Azaner Torika, Jobab, Ikamoter Sobdo Ek Ekbar bola

٣ - بَابُ السُّنَّةِ فِى الْاَذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযানের তরীকা

٧١٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ - ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ ، مُؤَذِّنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ، حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَمَرَ بِلَالاً اَنْ يَجْعَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ ، وَقَالَ ، اِنَّهُ اَرْفَعُ لِصَوْتِكَ .

৭১০ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)... ... রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুয়াযযিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বিলাল (রা)-কে তাঁর দুই কানের ছিদ্রপথে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করানোর নির্দেশ দিলেন এবং বললেন ঃ এতে তোমার আওয়াজ আরো বুলন্দ হবে।

٧١١ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَاشِمِىُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ : اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) بِالْاَبْطَحِ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ - فَخَرَجَ بِلَالٌ فَاَذَّنَ فَاسْتَدَارَ فِىْ اَذَانِهِ - وَجَعَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ.

৭১১ আইয়ুব ইবন মুহাম্মদ হাশিমী (র) ... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আবতাহ্ (মিনা) নামক উপত্যকায় এলাম। এ সময় তিনি একটি লাল গম্বুজের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। তখন বিলাল বেরিয়ে এসে আযান দিলেন এবং তিনি আযানের সময় এদিক ওদিক মুখ ফিরাচ্ছিলেন; আর তিনি তাঁর দুই কানের ছিদ্রপথে অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করেছিলেন।

٧١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِىُّ - ثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ دَاوُدَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِىْ اَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِيْنَ لِلْمُسْلِمِيْنَ : صَلٰوتُهُمْ وَصِيَامُهُمْ .

৭১২ মুহাম্মদ ইবন মুসাফ্ফা হিমসী (র)... ... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুয়াযযিনের কাঁধে মুসলমানদের দুটি দায়িত্ব অর্পিত ঃ তাদের সালাত এবং তাদের সিয়াম।

٧١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ، ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا شَرِيْكٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ بِلَالٌ لَا يُؤَخِّرُ الْاَذَانَ عَنِ الْوَقْتِ ، وَرُبَّمَا اَخَّرَ الْاِقَامَةَ شَيْئًا .

banglainternet.com

৭১৩ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বিলাল (রা) কখনো আযান দেওয়ায় বিলম্ব করতেন না। তবে তিনি কখনো কখনো ইকামতে একটু বিলম্ব করতেন।

٧١٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا حَفْصُ ابْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ ، قَالَ : كَانَ اٰخِرُ مَا عَهِدَ اِلَىَّ النَّبِىُّ (ص) اَنْ لاَ اَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا يَاْخُذُ عَلَى الْاَذَانِ اَجْرًا .

৭১৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... ... 'উসমান ইবন আবুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সা) আমার কাছ থেকে সর্বশেষ যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তা হলো ঃ আমি যেন এমন মুয়াযযিন নিযুক্ত না করি, যে আযানের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করে।

٧١٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَسَدِىُّ ، عَنْ اَبِىْ اِسْرَائِيْلَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى ، عَنْ بِلاَلٍ ، قَالَ : اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنْ اُثَوِّبَ فِى الْفَجْرِ وَنَهَانِىْ اَنْ اُثَوِّبَ فِى الْعِشَاءِ .

৭১৫ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)... ... বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ফজরের সালাতে তাসবীব অর্থাৎ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ বলার নির্দেশ দেন এবং 'ইশার সালাতের আযানে তাসবীব করতে নিষেধ করেন।

٧١٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ بِلاَلٍ ، اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ (ص) يُؤْذِنُهُ بِصَلٰوةِ الْفَجْرِ ـ فَقِيْلَ هُوَ نَائِمٌ ـ فَقَالَ : اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ـ فَاُقِرَّتْ فِىْ تَاْذِيْنِ الْفَجْرِ ، فَثَبَتَ الْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ .

৭১৬ 'উমর ইবন রাফে' (র)... ... বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি ফজরের আযান দেওয়ার জন্য নবী (সা)-এর কাছে আসেন। তখন তাঁকে বলা হলো ঃ তিনি ঘুমিয়ে আছেন। তখন বিলাল (রা) বললেন ঃ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (নিদ্রা থেকে সালাত উত্তম, নিদ্রা থেকে সালাত উত্তম) এই শব্দাবলী ফজরের সালাতের আযানে নির্ধারিত করে দেওয়া হলো। এর পর বিষয়টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হলো।

٧١٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا الْاَفْرِيْقِىُّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ زِيَادِ ابْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِىِّ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِىْ سَفَرٍ فَاَمَرَنِىْ فَاَذَّنْتُ ـ فَاَرَادَ بِلاَلٌ اَنْ يُقِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ـ اِنَّ اَخَا صُدَاءٍ قَدْ اَذَّنَ ـ وَ مَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ

banglainternet.com

৭১৭ আবূ বকর এবন আবূ শায়বা (র) ... ... যিয়াদ এবন হারিস সুদায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার কোন সফরে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে ছিলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি আযান দিলাম। বিলাল (রা) ইকামত দেওয়ার মনস্থ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমার ভাই সুদায়ী আযান দিয়েছে। আর যে আযান দেয়, সে-ই ইকামত দেবে।

٤ - بَابُ مَا يُقَالُ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ

অনুচ্ছেদ ঃ মুয়াযযিনের আযানের জওয়াব

٧١٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ ، اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ اِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقُوْلُوْا مِثْلَ قَوْلِهِ.

৭১৮ আবূ ইসহাক শাফিয়ী', ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্বাস (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন মুয়াযযিন আযান দেবে, তখন তোমরা (তার জওয়াবে) তার কথার অনুরূপ বলবে।

٧١٩ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ ، اَبُوْ الْفَضْلِ ، قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ ، اَنْبَاَ اَبُوْ بِشْرٍ ، عَنْ اَبِي الْمَلِيْحِ بْنِ اُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ حَدَّثَتْنِيْ عَمَّتِيْ اُمُّ حَبِيْبَةَ ، اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ ، اِذَا كَانَ عِنْدَهَا ، فِيْ يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا ، فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ ، قَالَ كَمَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ .

৭১৯ শুজা' ইবন মাখলাদ আবুল ফজল (র) ... ... উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ যখনই তিনি তাঁর নিকট দিনে এবং রাতে অবস্থান করতেন এবং মুয়াযযিনের আযান শুনতেন, তখনই তিনি মুয়াযযিন যা বলতেন, তিনিও তাই বলতেন।

٧٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ، وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - قَالاَ : ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا كَمَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ .

৭২০ আবূ কুরায়ব ও আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমরা আযান শুনতে পাবে, তখন মুয়াযযিন যেরূপ বলে, তোমরাও সেরূপ বলবে।

٧٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ - اَنْبَاَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَنَّهُ قَالَ - مَنْ قَالَ حِيْنَ

banglainternet.com

يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا ، وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ـ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ .

৭২১ মুহাম্মদ ইবন রুমহ্ মিস্রী (র) ... ... সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শোনার পর এই দু'আ পড়বে ঃ

وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا ، وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ـ

দু'আর অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহ্কে রব্ব হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে, মুহাম্মদ (সা)-কে নবী হিসাবে গ্রহণে রাযী।

তার গুনাহ মাফ করা হবে।

٧٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِى الْحُسَيْنِ ـ قَالُوْا ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْاَلْهَانِيُّ ـ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ ، اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَهُ ، اِلاَّ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৭২২ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া, 'আব্বাস ইবন ওয়ালীদ দিমাশকী ও মুহাম্মদ ইবন আবুল হুসায়ন (র) ... ... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শোনার সময়ে এই দু'আ পড়বে, তার জন্য কিয়ামতের দিন শাফায়াত অবধারিত হবে। দু'আটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ ، اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَهُ ،

"এই চূড়ান্ত আহ্বান ও শান্তিপূর্ণ সালাতের রব্ব, হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মদ (সা)-কে দান করুন সুমহান মর্যাদা ও সম্মান, আর মাকামে মাহমূদ তথা সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন।

٥ ـ بَابُ فَضْلِ الْاَذَانِ وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আযান ও মুয়াযযিনের ফযীলত

٧٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ـ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، وَكَانَ اَبُوْهُ فِىْ حَجْرِ اَبِىْ سَعِيْدٍ ، قَالَ : قَالَ لِىْ اَبُوْ سَعِيْدٍ : اِذَا كُنْتَ فِى الْبَوَادِىْ ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْاَذَانِ ـ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ ـ لاَ يَسْمَعُهُ جِنٌّ وَلاَ اِنْسٌ وَلاَ شَجَرٌ وَلاَ حَجَرٌ ، اِلاَّ شَهِدَلَهُ .

banglainternet.com

৭২৩ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) ... ... আবূ সা'ঈদ (রা)-এর তত্ত্বাবধানের প্রতিপালিত, 'আবদুর রহমান ইবন আবূ সা'সা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,আবূ সায়ীদ (রা) আমাকে বলেছেন ঃ যখন তুমি জঙ্গলে থাকবে, তখন তুমি উচ্চৈস্বরে আযান দেবে। কেননা আমি রাসূলাল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ জিন্ন, ইনসান, বৃক্ষলতা ও অচেতন পাথর, যে এই আযান শুনবে, সে তার জন্য কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবে।

٧٢٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا شَبَابَةُ ـ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُوْسَـــى بْنِ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدٰى صَوْتِهِ ـ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ ـ وَشَاهِدُ الصَّلٰوةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ حَسَنَةً ، وَيُكَفَّرُ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا .

৭২৪ আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলাল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ মুয়াযযিনের আযানের শব্দ যতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে, সেই দূরত্বের পরিমাণ তাকে মাফ করা হবে এবং জল ও স্থলভাগের সব কিছুই তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবে। আর সালাতে অংশগ্রহণকারীর পঁচিশ নেকী লেখা হয় এবং তার দুই সালাতের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

٧٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ـ قَالاَ : ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ـ ثَنَا سُفْيَانُ ـ ثَنَا عُثْمَانُ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى ، عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ ـ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৭২৫ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার ও ইসহাক ইবন মানসূর (র) ... ... মু'আবিয়া ইবন আবূ সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মুয়াযযিন লোকদের মাঝে লম্বা গর্দান বিশিষ্ট হবে।

٧٢٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيْسَـــى ، اَخُوْ سُلَيْمٍ الْقَارِىْ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ .

৭২৬ উসমান ইবন আবূ শায়বা (র) ... ... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মাঝের উত্তম ব্যক্তি আযান দেবে এবং তোমাদের মাঝের উত্তম ক্বারী ইমামতি করবে।

٧٢٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ، ثَنَا مُخْتَارُ بْنُ غَسَّانَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْاَزْرَقُ الْبُرْجُمِىُّ ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ـ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ ، ثَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَذَّنَ مُحْتَسِبًا سَبْعَ سِنِيْنَ ، كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ .

banglainternet.com

৭২৭ আবূ কুরায়য ও রাওহ ইবন ফারাজ (র) ... ... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সওয়াব লাভের আশায় সাত বছর আযান দেয়, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরোয়ানা লিখে দিয়ে দেন।

٧٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى - وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ : قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَكُتِبَ لَهُ ، بِتَأْذِيْنِهِ ، فِيْ كُلِّ يَوْمٍ ، سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلاَثُوْنَ حَسَنَةً .

৭২৮ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ও হাসান ইবন 'আলী খাল্লাল (র) ... ... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বার বছর আযান দেয়, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। আর প্রত্যেক দিনের আযানের বিনিময়ে তার জন্য ষাট নেকী লেখা হয় এবং প্রত্যেক ইকামতের জন্য ত্রিশ নেকী।

٦ - بَابُ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের শব্দ একবার-একবার বলা

٧٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ - ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - قَالَ : الْتَمِسُوْا شَيْئًا يُؤْذِنُوْنَ بِهِ عِلْمًا لِلصَّلاَةِ ، فَأَمَرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوْتِرَ الْإِقَامَةَ .

৭২৯ 'আবদুল্লাহ্ ইবন জাররাহ (র) ... ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সাহাবীরা এমন কিছু তালাশ করছিল, যার মাধ্যমে তারা সালাতের জামায়াত সম্পর্কে জানতে পাবে। তখন বিলাল (রা)-কে আযানের শব্দ দু-দুবার করে এবং ইকামতের শব্দ এক-একবার করে বলার নির্দেশ দেওয়া হলো।

٧٣٠ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوْتِرَ الْإِقَامَةَ .

৭৩০ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বিলাল (রা)-কে আযানের শব্দ জোড় সংখ্যায় এবং ইকামতের শব্দ বেজোড় সংখ্যায় বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

٧٣١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ - ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدٍ - ثَنَا عَمَّارُ بْنُ سَعْدٍ ، مُؤَذِّنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ - أَنَّ أَذَانَ بِلاَلٍ كَانَ مَثْنٰى مَثْنٰى وَإِقَامَتُهُ مُفْرَدَةً .

৭৩১ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ....রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুয়াযযিন আম্মার ইবন সা'দ (রা)-এর পিতামহ থেকে বর্ণিত যে, বিলাল (রা)-এর আযান ছিল দুই-দুই শব্দ বিশিষ্ট এবং ইকামত ছিল এক-এক শব্দ বিশিষ্ট।

banglainternet.com

৭৩২ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ ، عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنِيْ مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ ، مَوْلَى النَّبِيِّ (ص) حَدَّثَنِيْ اَبِيْ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اَبِيْهِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ ، قَالَ : رَاَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مَثْنٰى مَثْنٰى ، وَيُقِيْمُ وَاحِدَةً .

৭৩২ আবূ বদর 'আব্বাদ ইবন ওয়ালীদ (র) ... ... আবূ রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বিলাল (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে আযানে প্রতিটি কলেমা দুইবার করে এবং ইকামতে প্রতিটি কলেমা একবার করে বলতে দেখেছি।

٧ - بَابُ اِذَا اُذِّنَ وَاَنْتَ فِى الْمَسْجِدِ فَلاَ تَخْرُجْ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে থাকা অবস্থায় আযান হলে সেখান থেকে বের না হওয়া

৭৩৩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ـ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ ، قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا فِى الْمَسْجِدِ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِىْ ، فَاَتْبَعَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتّٰى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ : اَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ .

৭৩৩ আবূ বকর এবন আবূ শায়বা (র) ... ... আবূ শা'সা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আবূ হুরায়রা (রা)-এর সংগে মসজিদে বসা ছিলাম। এরপর মুয়াযযিন আযান দিলেন। তখন মসজিদ থেকে এক ব্যক্তি উঠে চলে যেতে থাকে এবং আবূ হুরায়রা (রা)-এর দৃষ্টি তার প্রতি পতিত হয় এবং এই অবস্থায় সে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায়। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বললেন ঃ লোকটি তো আবুল কাসিম (সা)-এর নাফরমানী করলো।

৭৩৪ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ـ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ ـ اَنْبَاَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ اَبِىْ فَرْوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ ، مَوْلَى عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عُثْمَانَ ـ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ، مَنْ اَدْرَكَهُ الْاَذَانُ فِى الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لاَ يُرِيْدُ الرَّجْعَةَ ، فَهُوَ مُنَافِقٌ .

৭৩৪ হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ... ... 'উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মসজিদে আযান হয়ে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে বেরিয়ে যাবে এবং সে ফিরে আসার ইচ্ছা করবে না, সে মুনাফিক।

banglainternet.com